7) 'ফিরোজশাহ তুঘলক কতটা প্রজাকল্যাণকামী শাসক ছিলেন?

Or,

'ফিরোজশাহ তুঘলকের সংস্কারমূলক কার্যাবলীর বর্ণনা দাও।

→ ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকাল সামরিক কর্তৃত্ব বা সাফল্যের দিক থেকে যতটা না গুরুত্বপূর্ণ ছিল অভ্যন্তরীণ সংস্কার বা জনহিতকর কাজের জন্য দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ফিরোজ তুঘলক জনকল্যাণ ও প্রজাবর্গের বৈষয়িক উন্নতির জন্য যা যা করেছিলেন দিল্লীর কোনো সুলতানই জনগণকে এমন শান্তি ও সমৃদ্ধি দিতে সক্ষম হননি। ঐতিহাসিক আফিফ তাঁর তারিখ-ই-ফিরোজশাহি গ্রন্থে ফিরোজশাহের রাজত্বকাল সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন জনসাধারণের ঘর-বাড়ি শস্য-সম্পদ, আসবাবপত্র প্রভৃতি প্রত্যেকের জীবনে পরিপূর্ণ এবং প্রত্যেকেই সুখ-শান্তিতে বসবাস করতেন। এক্ষেত্রে ফিরোজশাহ রাজত্বকালের সংস্কারমূলক কর্মাবলী অনেকটাই প্রভাবিত করে। তাঁর সমকালীন সংস্কারমূলক কার্যাবলীর জন্য ঐতিহাসিক হেনরি এলিয়ট তাকে সুলতানি যুগের আকবর বলে অভিহিত করেন।

ফিরোজশাহ তুঘলক সিংহাসন আরোহন করেই তাঁর প্রধান লক্ষ্য হয় জনগণের আস্থা অর্জন করে। একথা অনস্বীকার্য যে ফিরোজের এই কাজে প্রধান সহায়ক ছিলেন তার প্রধানমন্ত্রী ~~খান-ই-জ~~ খান-ই জাহান মকবুল। মকবুলই ফিরোজের শাসনকালে সংঘর্ষময় দিনগুলির অবসান ঘটিয়ে সামরিক বাহিনীর ও জনগণের সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হয়েছিল। ফিরোজ সমবেত এমন কতগুলি সুরক্ষাপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন যাতে জনগণ ও অভিজাত ও উলেমারা কিছু বৈষয়িক সমৃদ্ধি লাভ করেন। তিনি প্রথমে কর মকুব করেন, ঋণ মকুব করেন, জিনিস-পত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে আনেন, পূর্বতন অভিজাত উলেমাদের সমর্থনের জন্য ইক্তা প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করেন

ফিরোজ তুঘলক আরো কোনো রাজস্ব ব্যবস্থাকে সংস্কার করেন এবং কোনো একটি নির্দিষ্ট রাজস্ব স্থির করেন। আফিফের এর বর্ণনায় পাওয়া যায় ফিরোজ দীর্ঘ ছয় বছর ধরে পরিভ্রমণ করে তার বার্ষিক আয় 6 কোটি 75 লক্ষ টাকা স্থির করেন। এছাড়াও, ফিরোজ দেশের প্রচলিত ২৪ টি কর তুলে দিয়ে শরিয়তের নিয়মানুসারে মাত্র চার প্রকারের কর নির্ধারণ করেন। যথা- খরাজ বা চাষের জমির ওপর ধার্য 1/10 অংশ, জিজিয়া বা মুসলমানদের ওপর ধার্য কর, খামস বা লুণ্ঠিত দ্রব্যের 1/5 অংশ, জাকাত বা মুসলমা-

নাদের আয়ের 2/5 অংশ।

(আত্তা) ফিরোজশাহ তেল কর আদায় বন্ধ করে দেন। সোনার অবাধ বাণিজ্যের স্বার্থে জাকাত কর তিনি তুলে দেন। আফিফের বর্ণনায় জানা যায় ফিরোজ সাধারণ কর্মচারী ও সেনাদের মধ্যে নগদ বেতনের পরিবর্তে জমি বিলি করার ব্যবস্থা করেন। কৃষির উন্নতিকল্পের জন্য একটি বিরাট সেচ প্রকল্প গ্রহণ করেন। অতি সরস্বতীর পাঁচটি খাল খনন করেন, এছাড়াও 150 টি কূপ খনন করেন ফলে পানীয় জল ও কৃষিসেচ সুরক্ষা হয়। তিনি একটি পূর্ত দপ্তর স্থাপন করেন, এই দপ্তরের হাতে সেচ ও বৃক্ষ নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কৃষির উন্নতির সঙ্গে ফিরোজ বহু অঞ্চলে নগর নির্মাণ করেন। তিনি প্রায় 300 টির ওপর নগর নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত নগরগুলির মধ্যে অন্যতম জৌনপুর, ফিরোজাবাদ, ফতেয়াবাদ, ফিরোজপুর প্রভৃতি। এই নগরগুলির বেশিরভাগ যমুনা নদীর তীরে নির্মিত। সুনির্মাতা হিসাবে ফিরোজশাহ সুখ্যাতের অধিকারী ছিলেন। ফেরিস্তার বর্ণনায় পাওয়া যায় ফিরোজ 50 টি বাঁধ, 40 টি মসজিদ, 30 টি কলেজ, 100 টি সরাইখানা, 200 টি শহর, 30 টি জলাধার, 100 টি চিকিৎসালয়, 5 টি সমাধিসৌধ, 100 টি স্নানাগার, 150 টি সেতু, প্রায় 50 টির অধিক বাগিচা নির্মাণ করেন।

প্রজা হিতৈষী ফিরোজ তুঘলকের আরও একটি বড়ো দিক হল রাজধানীতে বিনা ব্যয়ে জনগণের জন্য দার-উল-সাফা বা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন। এছাড়াও তিনি গরীব মুসলিম মেয়েদের বিবাহের জন্য, অনাথ ও বিধবাদের ভরণ পোষণের জন্য দেওয়ান-ই-খয়রাত নামে একটি দপ্তর স্থাপন করেন। আফিফের বর্ণনায় পাওয়া যায় এই দপ্তর থেকে 4000 মানুষ সুবিধা পেত। এই দপ্তরের জন্য 36 লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। ফিরোজ আধুনিক কালের মতো বেকারদের সমস্যা সমাধানের জন্য কর্ম বিনিয়োগ সংস্থা স্থাপন করেন। ফিরোজ মহম্মদ বিন তুঘলকের মতো সুপণ্ডিত না হলেও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তার সবচেয়ে পরিচিত ছিল সেই যুগের ইতিহাস সচেতনতা। তিনি ফুতুহ-ই-ফিরোজশাহি এবং সারিয়ত-ই-ফিরোজশাহি নামে দুটি গ্রন্থ লেখেন। ফিরোজ বহু সংখ্যক স্কুল ও কলেজ নির্মাণ করেন এবং এর সঙ্গে প্রার্থনার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার্থীদের (ভোআহার জন্য) বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করেন। এর জন্য রাজকীয় অর্থ ব্যয় করা হত।

ফিরোজের রাষ্ট্রকে অনেক ঐতিহাসিক ধর্মাশ্রয়ী বলে বর্ণনা করেন। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে মুসলিম রাষ্ট্র ভারতে শরিয়তের নির্দেশ মতো না চললেও ফিরোজশাহ তুঘলক রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে ধর্মের প্রভাব মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। যদিও জন-কল্যাণ ছিল তাঁর প্রধান ধর্ম একথা তিনি মনে করতেন। সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের অনেক ঐতিহাসিক ফিরোজের অর্থনৈতিক ~~ঐতিহাসিকক্ষ~~ সংস্কার-মূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রজাদের নৈতিকল্পে তিনি যে কাজ করেন তার জন্য অনেকেই ফিরোজশাহ তুঘলককে স্বৈরাচারী প্রজাহিতৈষী শাসক বলে বর্ণনা করেন এবং তাঁর এ সংস্কারমূলক কাজের জন্য মোঘল সম্রাট আকবরের সাথে তুলনা করা হয়।

O৩, ফিরোজশাহ তুঘলককে কতটা আকবরের পূর্বসূরী বলা যায়?